দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের নির্বাচিত পোস্ট সমগ্র

২০১৯ ঈসায়ী

অন্যান্য আর্কাইভ-২০১৯

দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের

নির্বাচিত পোস্ট সমগ্র

২০১৯ ঈসায়ী

সূচিপত্র

হিন্দুত্ববাদি অখণ্ডভারত এবং এর আগ্রাসী নীতি- (পর্ব-১) ৪

হিন্দুত্ববাদি অখণ্ডভারত এবং এর আগ্রাসী নীতি- (পর্ব-২) ৯

শুভ্রতার বার্তা ১৩

নবীপ্রেমের নজরানা... .....১৬

একটি নাশিদ...মুনশিদ বা শিল্পী ভাইদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি! ১৮

দখলদারিত্ব ও মিশনারী অপতৎপরতা.....২১

(সেনা, নৌ, বিমান) সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণকে এবং সামরিক বাহিনী প্রধানকে.....২৫

হিন্দুত্ববাদি অখণ্ডভারত এবং এর আগ্রাসী নীতি- (পর্ব-১)

Ayaz Eymen

Junior Member

০২-১৬-২০১৯

আসসালামুআলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ!

প্রিয় উম্মাহ, আশা করি সবাই ভাল আছেন।

এটি একটি গুরুত্বপুর্ন পোস্ট। সবাই যদি একটু ধৈর্যের সাথে মনোযোগ দিয়ে পড়তেন তাহলে হয়ত উপকার হত ইনশাআল্লাহ।

মুল বিষয়ে যাওয়ার পুর্বে আপনাদেরকে কিছু উদাহরণ স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। **ইসরাইল- দুনিয়ার বুকে একমাত্র ইহুদি রাষ্ট্র, দুনিয়ার বুকে একটি ক্যান্সারের ন্যায় যার অবস্থান।** এর সৃষ্টিলগ্ন থেকে এমন কোন হীন কাজ নেই যা এই রাষ্ট্র করেনি তার স্বার্থের জন্য। গত প্রায় অর্ধশতকের বেশি সময় ধরে অগণিত মুসলিমকে হত্যা,জুলুম- নির্যাতন, ধর্ষণ আর লুটপাট করে আসছে এই অবৈধ রাষ্ট্রটি। দুনিয়ার বুকে একটি জীবন্ত জলন্ত কারাগারের ন্যায় ধুকেধুকে প্রায় শেষ হওয়ার পথে পবিত্র আকসাকে বুকে ধারণ করা ফিলিস্তিন!

এখন- যে ইহুদিরা ইসরাইল নামক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে জুলুম আর অন্যায়ের এক মহাত্রাস সৃষ্টি করে রেখেছে ফিলিস্তিন এলাকা বরাবর, এরা কিন্তু দুনিয়ার তাবৎ সম্পত্তির মালিক এবং অজস্র কোম্পানি,কলকারখানা, মিডিয়া ইত্যাদি সহ দুনিয়ার বড়বড় রাষ্ট্রগুলির মাথা তথা প্রেসিডেন্ট,প্রধানমন্ত্রী সহ অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এদেরই নিয়ন্ত্রনাধীন। এরা যদি ইচ্ছা করত তাহলে হয়ত দুনিয়ার যে কোন স্থানে বর্তমান ইসরাইল**(যার আয়তন মাত্র ২০,৭৭০ বর্গকিলোমিটার, মানে বাংলাদেশ এই ইসরাইলের চাইতে প্রায় ৮ গুণ বড়!),** এর চাইতে কয়েকগুণ বড় জায়গা নিয়ে রাষ্ট্র গঠন করতে পারত। এটা তাদের জন্য হয়ত কোন ঘটনাই ছিল না।

এখন, আপনাদের নিকট আমার প্রশ্ন হল, সেটি না করে ইহুদিদের কেন

ফিলিসস্তিন, জেরুজালেম কেন্দ্রিক জায়গারই দরকার হল? কেন দুনিয়ার এত জায়গা বাদ দিয়ে এখানেই তাদের রাষ্ট্র গড়তে হবে যে কোন মুল্যে?

প্রিয় ভাই এবং বোনেরা! এর উত্তর হল- তারা মনে করে এই জায়গাটি একান্তই তাদের, এই জায়গাটি মহান সৃষ্টিকর্তা তাদেরকে বিশেষভাবে দিয়েছে, এখানে তারা ব্যতিত অন্যকেউ থাকতে পারবে না। তারা আরো মনে করে যে, তারা হল আল্লাহ সৃষ্টিকর্তার সন্তান, নাতি পুতি (নাউযুবিল্লাহ), **আর তারা ব্যতিত দুনিয়ার অন্যসবাই হল বহিরাগত, তাদের দাস, তাদের চাকর বাকর।** তাদের অধিনস্ত থেকে তাদের সেবা করার জন্যই সবার জন্ম। তাদের মতে আল্লাহ তাদেরকে যে জায়গা বিশেষভাবে দান করেছেন **তার সীমানা শুধু বর্তমান ইসরাইল বা ফিলিস্তিনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং সেটি জেরুজালেম সহ মিশরের নীল নদ থেকে ইরাকের ফোরাতনদী পর্যন্ত অঞ্চল পুরোটাই,** আর এই অঞ্চল থেকে পুরো বিশ্বকে শাসন করবে তারা, যেমনটি করেছিল তাদের নবী ডেভিড ও সলোমন, যে দুইজনকে আমরা মুসলিমরা দাউদ ও সুলাইমান (আ) হিসেবে চিনি, আর এই দুই নবীর শাসনামল ছিল তাদের স্বর্ণযুগ। **যদিও তাদের এসব চিন্তাভাবনার মধ্যে অজস্র ভুল আছে যেহেতু তারা ইচ্ছেমত আল্লাহর কিতাবকে পরিবর্তন করেছে, ইতিহাসকে বদলে দিয়েছে** তথাপি তারা এখনো স্বপ্ন দেখে একটি বৃহত্তর ইসরাইল গঠনের, যার সীমা মিশরের নীল নদী থেকে ইরাকের ফোরাত নদী পর্যন্ত, যে সিমানার মধ্যে সিরিয়া, কুয়েত,জর্ডান,লেবানন এমনকি তুরস্কও আছে! আর এই অঞ্চল থেকে তারা পুরো বিশ্বকে শাসন করবে একজন "মাসিহ"র নেতৃত্বে, এবং তারা তাদের সেই স্বর্ণযুগকে পুনরায় ফিরিয়ে আনার জন্য, সেই মাসিহকে তাদের মাঝে আগমনের জন্য এমন কোন হীন কাজ নেই যেটা তারা করছেনা!

ঠিক এরকম চিন্তাভাবনা করে খ্রিস্টানরাও! তারা চিন্তা করে প্রাচীন সেই রোমান যুগকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসতে। যে রোমান সাম্রাজ্যের অন্তরভুক্ত ছিল বর্তমান সিরিয়া, ফিলিস্তিন, মিশর, তুরস্ক। তারা চিন্তা করে একটা সময় তাদের জিজাস, অর্থাৎ যাকে আমরা ঈসা (আ) হিসেবে চিনি, তিনি আবার দুনিয়াতে এসে তাদের এই সাম্রাজ্যের হাল ধরবেন। ----------(১)

এরকম চিন্তা রুশরা যেমন করে ঠিক তেমন করে চায়না কিংবা মায়ানমারের বৌদ্ধরা!

হে সম্মানিত উম্মাহ! আপনি জানেন কি ঠিক তেমনি একটা "স্বর্ণযুগ" হিন্দুদেরও ছিল ?

খ্রিস্টপুর্ব ৩৭০ অব্দে তৎকালীন প্রাচীন ভারতে একজন চরম ধুর্ত লোকের জন্ম হয়। **ইতিহাসে তাঁকে চাণক্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কৌটিল্য বা বিষ্ণুগুপ্ত নামে তার আরো ২টি নাম পাওয়া যায়। এই যে আমরা কুটিল বুদ্ধি কিংবা কুটনীতি শব্দগুলি ব্যবহার করি বিভিন্ন ক্ষেত্রে তা এই কৌটিল্য নাম থেকেই এসেছে।** ইতিহাসে তাঁকে একজন প্রাচীন ভারতীয় অর্থনীতিবিদ, দার্শনিক ও রাজ-উপদেষ্টা বলা হয়েছে। এবং আরো বলা হয়েছে- চাণক্য রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতি বিষয়ে প্রাচীন ভারতের একজন দিকপাল ছিলেন এবং তাঁর তত্ত্বগুলি চিরায়ত অর্থনীতির বিকাশ লাভে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্য চাণক্যকে ভারতের মেকিয়াভেলি বলা হয়।"

এই চাণক্য বা কৌটিল্য ভারতের ইতিহাসে একজন গুরুত্বপুর্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচত। কারণ তারই বুদ্ধি আর পরামর্শ অনুসরণ করে তৎকালীন রাজা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এক সুবিশাল রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয় আর এই সুবিশাল রাজ্যটি "মৌর্য সাম্রাজ্য" নামে অভিহিত। **এই সাম্রাজ্যের অন্তরভুক্ত ছিল- গোটা ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ,নেপাল,ভুটান এবং আফগানিস্তানের কিছু অংশ।** এমনকি কেউকেউ মায়ানমারকেও এর অংশ বলেছেন। আল্লাহ তায়ালাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

তাহলে বর্তমান ভারতের চাইতেও অনেক বড় একটি এলাকা ততকালিন মৌর্য রাজারা শাসন করে গেছেন বলে আমরা ইতিহাস থেকে দেখতে পাই। **প্রিয় উম্মাহ- এটাই সেই অখন্ড ভারত,** যার বিস্তৃতি সুদূর আফগানিস্তান থেকে বাংলাদেশ কিংবা মায়ানমার এর একটি অংশ পর্যন্ত ছিল, আর এই অখন্ড ভারতকেই নিজেদের মাতৃভূমি বলে দাবি করে বর্তমান অরাজকতা, ফিতনা আর নৈরাজ্যের ত্রাস সৃষ্টি করা নাপাক হিন্দু মুশরিকরা।

আর সবচেয়ে ভয়াবহ ব্যাপার কি জানেন? সেই কৌটিল্য বা চাণক্যের নীতিগুলি আজো পরমযত্নে অনুসরণ করে বর্তমান হিন্দুত্ববাদী ভারতের সরকার আর তার গোয়েন্দা সংস্থা এবং প্রশাসন, যে নীতিগুলিতে একটি রাষ্ট্র কিভাবে কায়েম ও

বিস্তার করতে হয় সেগুলি থেকে শুরু করে অর্থনীতি, পররাষ্ট্রনীতি, সামরিক কৌশল, শাসকের ভূমিকা সম্বন্ধে বিশদে বর্ণনা করা হয়েছে।

কিভাবে শত্রুকে ধোকা দিয়ে তাকে পরাজিত করতে হয়, কিভাবে শত্রুর মধ্যে ভয়াবহ ত্রাস সৃষ্টি করতে হয়, কিভাবে বড় একটি রাজ্য দখল করে তা শাসন করতে হয় তা সেই চাণক্যনীতিতে ভালভাবেই বলা হয়েছে। ---------- (২) ---------- **(চলবে.....)**

রেফারেন্সঃ

১.
https://www.somewhereinblog.net/blog/tusher০২৩/৩০২০৫৬৮২
https://akhrizamana.wordpress.com/২০...৭%৮D%E০%A৬%৯F/
https://www.globalresearch.ca/greate...e-east/৫৩২৪৮১৫
https://en.wikipedia.org/wiki/Greater_Israel
https://www.somewhereinblog.net/blog...dkhan/৩০২২১৪২৬
বই- পবিত্র কুরআনে জেরুজালেম, লেখক-ইমরান নজর হোসেন

২.
https://www.ancient.eu/Mauryan_Empire/
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E০%A৬...A৭%৮D%E০%A৬%AF
https://www.youtube.com/watch?v=B৬GbhnLhMbA
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E০%A৬...A৭%৮D%E০%A৬%AF

কমেন্ট

আবু ফাতিমা

Member

০২-১৭-২০১৯

যে জাতি তার ইতিহাসকে তার অন্তরে লালন করে না সেই জাতির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে এমন সম্ভাবনা মৃতপ্রায়। আমাদের জন্য এটি বেশ কষ্টের যে, আজ একমাত্র মুসলিমরা বাদে বাকি সকল অধার্মিকের পূজাধারিরা নিজেদের ইতিহাসকে যত সযত্নে লালন করছে তার সিকি আনা যদি মুসলিমরা লালন করত আর সেই অনুযায়ী নিজেদের লক্ষ্যপানে ধাবিত হওয়ার চেষ্টা করত তাহলে ইনশা আল্লাহ আমাদের এই ভয়াবহ লাঞ্ছনার জিন্দেগী বরন করতে হত না।। আর আফসোসের জায়গা এখানেও যে আজ আমাদের যে সকল ভাইরা উম্মাহকে নিয়ে চিন্তা করেন তারাও হয়ত ২/৪ টা নাশিদ, গাজওয়ার ভিডিও এসব নিয়েই ব্যস্ত থাকছি। আল্লাহু আ'আলাম এসব নাশিদ, ভিডিও এগুলো হয়ত সাময়িক মনের ক্ষিধা মিটাতে পারি। বাকি একজন ভাইকে দ্বীনের কাজে অটল থাকার জন্য হয়ত নিজের জাতিকে ভালভাবে জানাটা জরুরী। যদি এমন না হত তাহলে সমস্ত কুরআনের বেশিরভাগ সূরায় মুসলিমদের অতীত ইতিহাস জায়গা পেত না।। তাই হয়ত আমাদের উচিত বেশি বেশি আমাদের ইতিহাস জানা এবং বাকি উম্মাহ'র সকলকে এসব বিষয়ে অবগত করা। মিডিয়ার ভাইদের প্রতিও আহ্বান থাকবে আপনারা নিজেদের কাজগুলোকে দীর্ঘমেয়াদি ফল নিয়ে আসতে পারে এমন উপকরণের ব্যবহার একটু বাড়িয়ে দেওয়া যায় কিনা সেটা নিয়ে ফিকির করুন। আলহামদুলিল্লাহ বিগত কিছুদিনে হিন্দুদের নিয়ে কিছু কিছু কাজ হচ্ছে। তবে সমস্টিগত ভাবে চিন্তা করতে গেলে হয়ত এটুকু যথেষ্ট নয়। আল্লাহু আ'লাম। আপনারা এই বিষয়ে অধিক চিন্তাশীল ইনশা আল্লাহ। এই অধমের মন্তব্যের বাড়াবাড়ি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ রইল। জাযাকাল্লাহু খাইরান পোস্টধারি ভাইকে। আশা রাখি আপনার মত আরও কিছু ভাই এই সেক্টরে মনযোগী হলে পাঠকদের মধ্যেও এটার প্রভাব পরবে ইনশা আল্লাহ।।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১২৪২১

হিন্দুত্ববাদি অখণ্ডভারত এবং এর আগ্রাসী নীতি- (পর্ব-২)

Ayaz Eymen

Junior Member

০২-২১-২০১৯

গতপর্বে চাণক্যনীতির কথা বলেছিলাম। যেখানে কিভাবে শত্রুকে ধোকা দিয়ে তাকে পরাজিত করতে হয়, কিভাবে শত্রুর মধ্যে ভয়াবহ ত্রাস সৃষ্টি করতে হয়, কিভাবে বড় একটি রাজ্য দখল করে তা শাসন করতে হয় তা সেই চাণক্যনীতিতে ভালভাবেই বলা হয়েছে।

এখন ব্যাপার হল, এই যে শত্রু, এই শত্রু আসলে কারা? **এই শত্রু হল- হিন্দু তথা বিশুদ্ধ আর্য বাদে অন্য সবাই, তথা আরব থেকে আগত মুসলিমরা, এমনই মতবাদ বর্তমান হিন্দুরা প্রচার করে। তাদের মতে মুসলিমরা এই অঞ্চলের নয়, বরং তারা বহিরাগত, তারা বাইরে থেকে এসে এই অঞ্চলকে দখল করে নিয়েছে, এই মুসলিমরা হল বিধর্মি কিংবা দস্যু!**

মজার ব্যাপার হল,নিজেদেরকে ভারতের আদি, প্রকৃত অধিবাসি বিশুদ্ধ আর্য আর মুসলিমদেরকে বহিরাগত বলে দাবি করলেও ইতিহাস বলে আর্যরাও এই ভারত উপমহাদেশে এসেছিল বাইরে থেকেই। ঐতিহাসিকদের মতে প্রাচিন আফ্রিকান মিশরীয় এলাকা থেকে কিংবা প্রাচীন পারস্য থেকে , যে পারস্যের অন্তরভুক্ত ইরাক এবং ইরান ছিল,সেখান থেকে ভারতবর্সে আগমণ হয়েছিল এই জাতিটির এবং এই অঞ্চলে এসে এখানকার প্রাচীন অধিবাসি দ্রাবিড় ও অন্যান্যদের মেরে কেটে এখানে বসবাস করা শুরু করে এরা। **আমরা বিভিন্ন হাদিস বা তাফসিরে কিতাবে ইব্রাহিম (আ) এর পিতার নাম- "আযর" দেখতে পাই, এই আযর থেকে আর্য বংশধারা এসেছে বলে অনেক ঐতিহাসিকের অভিমত।** ইবনে কাসির (রাহিঃ)র আলবিদায়া ওয়ান নিহায়ার প্রথম খন্ডে বলা হয়েছে- ইবন আসাকির ইকরামা (রা) সুত্রে বর্ণনা করেছেন যে, **"হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর কুনিয়াত বা উপনাম ছিল "আর্য যায়ফান"।** অবশ্য আমাদের এটা ভুলে গেলে চলবেনা, যে আল্লাহর প্রিয় নবী ইব্রাহিম (আ) ছিলেন একনিষ্ঠ তাওহিদের অনুসারি, যদিও তার পিতা আযর ছিল একজন মুশরিক মুর্তিপুজারি।

পরবর্তিতে এই আর্যরাই সমাজকে শোষণ করার জন্য বিভিন্ন জাত পাত বা বর্নপাতের উদ্ভব ঘটায়, আর তাদের এই জাতগুলির মধ্যে "শ্রেষ্ঠ" ছিল- ব্রাহ্মণ রা, যে ব্রাহ্মণ রা ধর্মের নামে সমাজে এক মহাত্রাস সৃষ্টি করেছিল, **অনেক ঐতিহাসিক এর মতে এই ব্রাহ্মণ শব্দটিও এসেছে- ইব্রাহিম (আ) থেকে। ইব্রাহিম থেকে আব্রাহাম বা ব্রাহাম বা ব্রাহ্মণ বা ব্রহ্মা । আবার ইব্রাহিম (আ) এর স্ত্রী সারাহ থেকে সারাহসতি কিংবা স্বরসতী (হিন্দুদের দেবি) এসেছে বলে অনেক গবেষক এর ধারণা। হিন্দুদের ধর্মে স্বরসতীকে ব্রক্ষার স্ত্রী বলা হয়েছে। আর ইব্রাহিম (আ) এর স্ত্রীর নামও ছিল সারাহ।** সব ব্যাপারে অবশ্য আল্লাহ তায়ালাই ভাল জানেন। এসবের সাথে আমরা মক্কার ততকালিন মুশরিকদের মিল দেখতে পাই, যারা নিজেদের ইব্রাহিম (আ) এর বংশধর কিংবা অনুসারি বলত এবং আল্লাহর রাসুল মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর অনুসারিদের বিধর্মি বলত, যদিও নিজেরা ছিল ঘোর কুসংস্কার এবং মুর্তিপুজায় আচ্ছন্ন!----- (৩)

সম্মানিত ভাই এবং বোনেরা, আপনাদের কাছে আমার প্রাচীন ইতিহাস বর্ননা করা উদ্দেশ্য নয়। বরং প্রাচীন ইতিহাসের আলোকে বর্তমান হিন্দুরা কি দাবি করছে এবং সেই অনুসারে তারা কি ধরনের কার্যকলাপে লিপ্ত সেটা সম্পর্কে আলোচনার জন্যই প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে আপনাদের সামান্য একটু ধারনা দিলাম! হয়ত প্রাচীন ইতিহাসের আরো গভীরে প্রবেশ করা যেত কিন্তু তাতে করে কলেবর বৃদ্ধি পাবে বিধায় এটি আপাততঃ বাদ দিলাম। পরে হয়ত প্রসঙ্গের প্রয়োজনে আবার উল্লেখ করব ইনশাআল্লাহ।

তবে মূল আলোচনায় প্রবেশের পুর্বে আপনাদের স্বরণ করিয়ে দিতে চাই- হিন্দু বলে কোন ধর্মের নাম ঐতিহাসিকভাবে পাওয়া যায়না বরং শব্দটি এসেছে সিন্ধু থেকে, অর্থাৎ সিন্ধু নদীর অববাহিকায় যারা বাস করত তারাই হিন্দু। আর প্রাচীন আরবী সাহিত্যে বরাবরই ভারতকে হিন্দ নামে অভিহিত করা হয়েছে। এবার মূল আলোচনায় প্রবেশ করা যাক ইনশাআল্লাহ।

গতকয়েক দশক ধরে ভারতের উগ্রপন্থি হিন্দুত্ববাদি সংগঠনগুলি সেই প্রাচীনভারতীয় মতবাদগুলিকে আবার সুপ্রতিষ্ঠিত করার চেস্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি), রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ (আরএসএস), বজরং দল, শিব সেনা এবং ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) মত মূলস্রোতের ভারতীয়

রাজনৈতিক দল/ উগ্রপন্থী মিলিশিয়া বাহিনী ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সমন্বয়ে একটি অখণ্ড হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের দাবি উত্থাপন করছে। অবিভক্ত ভারতের মানচিত্রে স্বাধীন সার্বভৌম দেশ পাকিস্তান ও বাংলাদেশকে অখণ্ড ভারতের অংশ হিসাবে দেখানো হচ্ছে। **অখণ্ড ভারতের ধারণা হিন্দুদের কাছে অত্যন্ত আবেগময় এবং তাদের অস্তিত্বের অংশ। ভারত বিভক্তি তাদের কাছে একটি অস্বাভাবিক ঘটনা।**

নব্বই দশকের শেষ প্রান্তে বিজেপি সরকারের আমলে সংঘ পরিবারের **২০ হাজার স্কুলে পাঠ্য ভূগোল বইয়ের মানচিত্রে ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, তিব্বত, মিয়ানমার, নেপাল ও ভুটানকে অখণ্ড ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে দেখানো হয় এবং ভারত মহাসাগরকে হিন্দু মহাসাগর, আরব সাগরকে সিন্ধু সাগর এবং বঙ্গোপসাগরকে গঙ্গা সাগর হিসাবে আখ্যা দেয়া হয়। শুধু তাই নয়, আফগানিস্তান, লাওস, থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়াকেও অখণ্ড ভারতের অংশ হিসাবে কল্পনা করা হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী হিন্দুদের সংগঠিত করে এ লক্ষ্যে পৌঁছার স্বপ্ন লালন করা হচ্ছে।** খণ্ড বিখণ্ড ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করা হচ্ছে কট্টরপন্থী হিন্দু মহাসভার ঘোষিত নীতি। এ ব্যাপারে অর্পণা পাণ্ডে লিখিত এক্সপ্লেইনিং পাকিস্তান ফরেন পলিসি শিরোনামে গ্রন্থের ৫৬ নম্বর পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছে-

"The Hindu Maha Sabha had declared: India is one and indivisible and there can never be peace unless and until the separated parts are brought back into the Indian Union and made integral parts thereof."

অর্থাৎ- **' হিন্দু মহাসভা ঘোষণা করেছে: ভারত অভিন্ন ও অবিভাজ্য। বিচ্ছিন্ন অংশগুলো যতদিন ভারত ইউনিয়নে ফিরিয়ে এনে সেগুলোকে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করা না হবে ততদিন শান্তি আসবে না।"** ----------(৪)----------**(চলবে)**

রেফারেন্সঃ

৩।

আল-বিদায়া অয়ান নিহায়া- (ইবনে কাসির রাহিঃ)

চেপে রাখা ইতিহাস- আল্লামা গোলাম মোর্তজা

http://www.bangarashtra.net/article/১৩৮৮.html
https://www.somewhereinblog.net/blog...rshan/৩০০৮৯৮০০
http://www.hermetics.org/Abraham২.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Saraswati
https://www.ancient.eu/Aryan/
৪।
ভারতের রাজনৈতিক ও সামরিক হস্তক্ষেপ-সাহাদত হোসেন খান
Explaining Pakistan's Foreign Policy- Aparna Pande
http://www.bharat-rakshak.com/

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১২৪৮৭

শুভ্রতার বার্তা

[nidaye tawhid](#)

Junior Member

০৩-২৮-২০১৯

উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার গড়-আয়ু হিসাবে অর্ধেক আয়ু ফুরিয়ে গিয়েছে। তিন দিন আগে ৩২ শেষে ৩৩-এ পদার্পণ করলাম। জীবনের অর্ধেক সময় অতিবাহিত করলাম কিন্তু আমি অনুভব করতে পারছি না এতটা সময় কীভাবে কেটে গেল! এই ৩২ বছরের দীর্ঘ সময়পরিক্রমা আমার কাছে মোটেও দীর্ঘ মনে হচ্ছে না। অতীত ৩২ বছরকে এখন আমার কাছে একদিন বা আধা দিনের বেশি কিছু মনে হচ্ছে না। কী আশ্চর্য! আমি অনুভব করতে চাইলেও অতীত ৩২ বছরের দৈর্ঘতা এখন আমি অনুভব করতে পারি না। ফেলে আসা ৩২ বছর ঘুরে আসতে ৩২ মিনিটও লাগে না। আমার অনুভূতি যদি এমন হয় তাহলে ৪০,৫০ এবং ৬০ ও ৭০-এর যারা উপনীত হয়েছে তাদের অনুভূতিও হয়তো এর ভিন্ন কিছু নয়। এভাবে একদিন আমাদের জীবনের শেষ সময় উপস্থিত হবে, অথচ আমরা তখনও জীবনকে খুব সামান্যই মনে করতে থাকব।

বেশ কিছুদিন ধরে আরশিতে চেহারা দেখা হয়েওঠে না। চৈত্রের মাঝা-মাঝিতেও গ্রামে ভোর বেলায় কিছুটা শীতের আমেজ রয়ে যায়। শীতের শুষ্কতায় ওষ্ঠ ও কপোল জ্বালা করছিল। আরশিটা হাতে নিয়ে আলো ঝলমলে বাতায়নের কাছে গেলাম। আজ প্রায় ১৫/২০ দিন পর আয়নার সাথে দেখা। চেহারার হালত পরীক্ষা করতে করতে হঠাৎ দৃষ্টি স্থির হল একটি শুভ্র দাড়ির পানে। আরেকটু খুটিয়ে দেখতে গিয়ে যা দেখলাম, তা দেখে আমার হৃদয়ে কম্পন ধরে গেল। দেখলাম, আমার চার-চারটা দাড়ি উজ্জল শুভ্রবর্ণ ধারণ করেছে। স্বাভাবিক বয়সের আগেই মাথার চুল অর্ধেক-এরও বেশি পেকে গিয়েছিল। সেটাকে বংশের দোষ বলে গা করিনি। প্রায় ছ'মাস আগে এক গাছদাড়িও পক্কতার শিকার হয়েছিল, সেটাকেও বংশের দোষ বলেই এড়িয়ে যাচ্ছিলাম। নিজেকে যুবক প্রমাণের জন্য বেশ কয়েকবার সেটাকে উপড়েও ফেলেছি। কিন্তু বার বার সেটা সমহিমায় নিজের অস্তিত্বের জানান দিয়ে যাচ্ছিল। আর আমি বার বার এড়িয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু আজ

আর এড়িয়ে যেতে পারলাম না। বংশের উপর দোষ চাপিয়ে নিজেকে আর প্রবোধ দিতে পারলাম না। আজ এই দাড়ির শুভ্রতা আমাকে কাফনের শুভ্রতার কথা স্মরণ করিয়ে দিল। এর সাথে সাথে কবর, হাশর, বিচার, পুলসিরাত ও জান্নাত-জাহান্নামের কথাও আমার মনে পড়েগেল। দাড়ির শুভ্র কেশরাজি আমার ভিতরকে নাড়াদিয়ে গেল। আমাকে চিন্তার গহীন সাগরে নিক্ষেপ করল। আমাকে ভাবতে শিখালো হায়াত নিয়ে, হায়াতের স্বল্পতা নিয়ে এবং মৃত্যু ও মৃত্যু পরবর্তী চরম বাস্তব এক অশেষ-অসীম জীবন নিয়ে।

হায় আমি বাস্তবে-ই বুড়িয়ে যাচ্ছি! প্রজ্জলিত মোমবাতির ন্যায় ধীরে ধীরে আমার জীবনপ্রদীপ ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। বরফের ন্যায় নিঃশব্দে গলে গলে আমার হায়াত নামক মূলধন নিঃশেষ হতে চলছে। চুলে সেই কবে পাকন ধরেছে। আর আজ দাড়িও সাদা হতে চলল। কিন্তু আমি নাদান এখনও নড়েচড়ে বসছি না, রবের সাথে সাক্ষাতের প্রস্তুতি গ্রহণ করছি না।

মার আঁচলের বাঁধন, বাবার স্নেহ, ভাই-বোনদের নিষ্কলুষ ভালবাসা, প্রিয়তমা স্ত্রীর ব্যকুলতা, মাসুম বাচ্চাদের নির্মল হাসি, ধন-সম্পদের প্রাচুর্যতা, মান-সম্মানের মোহ, সন্তানদের ভবিষ্যৎ গড়ার প্রবল আগ্রহ আমাকে শুধু দীর্ঘজীবনের স্বপ্ন দেখায়। অনন্ত-অসীমকাল বেঁচে থাকার জন্য প্রলুব্ধ করে। মৃত্যুর কথা ভুলিয়ে রাখে। অথচ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কেশে পক্কতা দিয়ে আর দাড়িতে শুভ্রতা দিয়ে আমাকে ক্ষণে ক্ষণে সতর্ক করে যাচ্ছেন, মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। হায়াতের ক্ষয়িষ্ণুতা মনে করিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু শয়তানের ধোঁকায় পড়ে, দুনিয়ার মোহে আচ্ছন্ন হয়ে আমি পক্ককেশের বার্তা এবং শুভ্র দাড়ির আবেদন অবহেলা করে যাচ্ছি। থমকে দাঁড়াচ্ছি না। অতীত থেকে ফিরে এসে রবের মর্জিমাফিক ভবিষ্যৎ গড়ার চিন্তা করছি না।

প্রিয় নওজোয়ান ভাই আমার! তোমার কেশে হয়তো এখনো পক্কতা আসেনি, শুভ্রতা উঁকি দেয়নি। তোমার শরীরে হয়তো কোনোরূপ দুর্বলতা দেখা দেয়নি কিন্তু অচিরেই এমন এক দিন আসবে, যে দিন তোমার কেশে পক্কতা দেখাদিবে, তোমার দাড়ি শুভ্রতায় সমুজ্জল হবে, তোমার শরীর দুর্বল হয়ে যাবে, তুমি কোনো কাজের যোগ্য থাকবে না, তুমি অপারগ-অক্ষমে পরিণত হবে। সেই দিন আসার আগেই তোমাকে, আমাকে, আমাদের প্রত্যেককে যৌবন, সুস্থতা এবং অবসরকে কাজে

লাগিয়ে বেশি বেশি দ্বীনের কাজ করতে হবে। বেশি থেকে বেশি নেকী অর্জন এবং আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের প্রতি মনোনিবেস করতে হবে। পাকাপোক্ত, সংশয়হীন, দৃঢ়-ঈমান আনয়নের পর জিহাদের চেয়ে উত্তম আর কোনো আমল নেই। অতএব, যে আখেরাতের পরীক্ষায় গোল্ডেন এ-প্লাস নিয়ে পাস করতে চায়, পরীক্ষায় সাফল্যের চিরউন্মদনা ও আনন্দ-আহ্লাদে মত্ত হতে চায়, যে এমন হুরে ঈনের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায় যার মাথার দোপাট্টা পুরো দুনিয়ার সম্পদ থেকেও উত্তম, যার চেহারার উজ্জলতার কাছে আক্ষরিক অর্থেই রবিকিরণ ম্লান হয়ে যাবে, যার লালার মিষ্টতায় কুলহীন বিশাল সমুদ্রের তিক্ত-লবনাক্ত পানি সুপেয় মিষ্টি পানিতে পরিণত হবে, সে যেন দৃঢ় ঈমান আনয়নের পর জিহাদ, রিবাত ও শাহাদাতকেই নিজের কামনা-বাসনা বানিয়ে নেয়। আল্লাহর সমস্ত হুকুম সাধ্যমত আদায় করার সাথে সাথে জান-মাল দিয়ে জিহাদে শরীক হয়ে শাহাদাহ অর্জন করাই যেন তার প্রতিজ্ঞা হয়।

প্রিয় বন্ধু! আফগান, কাশ্মীর, ফিলিস্তীন, সিরিয়াসহ পৃথিবীর অনেক জায়গায় হাট বসেছে। মুমিনদের জান-মাল ক্রয় বিক্রয়ের হাট। যে হাটে মুমিন তার রবের কাছে জান্নাতের বিনিময়ে জান-মাল বিক্রয় করে । কিন্তু আমরা এখনও আমাদের দেশে জিহাদ-কিতাল নামক জান্নাত ক্রয়ের সেই হাট বসাতে পারিনি। অথচ বিভিন্ন এলাকার ভাইয়েরা আমাদেরকে পিছনে ফেলে অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছেন। তারা প্রতিনিয়ত জান্নাত ক্রয় করে বেড়াচ্ছেন। তাই বন্ধু অলসতা ঝেড়ে ফেলে অগ্রসর হও। সবর ও তাকওয়াকে নিজের পাথেয় হিসাবে গ্রহণ কর। অটল-অবিচল থাক। বিজয় তোমার পদচুম্বন করবেই।

হে আল্লাহ! তুমি আমাকে এবং আমার সকল মুমিন ভাই-বোনকে শুভ্রকেশ থেকে শিক্ষা গ্রহণের তাওফীক দেও। জিহাদভীতির এই যুগে জান-মাল দ্বারা পরিপূর্ণভাবে জিহাদে শরীক হওয়ার হিম্মত দাও। আর আমাদের হায়াতের খাতেমা তোমার ও তোমার দ্বীনের শত্রুদের বিরুদ্ধে কিতালরত অবস্থায় ইখলাসপূর্ণ শাহাদাতের মাধ্যমে কর। আমীন।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১২৮৩১

নবীপ্রেমের নজরানা...

mullah muhammad

Junior Member

১০-২৯-২০১৯

নবীপ্রেমের নজরানা

মোল্লা মোহাম্মদ ফারাজ

তুমি আমি আমরা তো রাসূলের উম্মত
ফের দেখো শাতিমেরা করে তার বেইজ্জত
নবীপ্রেমে নেই কি হে মুমিনের হিম্মত?
তবে বাঁচাতেই হবে নবীজির ইজ্জত
শাতিমেরা যাক জেনে তার কত কিম্মত!
দ্রোহে জ্বলে রণে ছুটো,শাহাদাতে লাজ্জত..
রাসূলপ্রেমে জীবন বিলীন,এ-যে পরম সাআদাত!
অমিয় সুধা পানে বরণ করে নিব শাহাদাত।

যুগ যুগ ধরে ঘৃণার মিছিলই করছি
টপটপ খুন ঝরেই শুধু শুধু মরছি
তাগুতের মত পেলে তবেই পথে নামছি
খালিদের ফিরে আসাই ক্ষণে ক্ষণে ভাবছি
বদরের শিক্ষাটাও কভু নাহি শিখছি
জালিমের কাছ থেকেই করুণাটা ভিখছি..

আজি থেকেই নতুন লড়াই, যাতে শুধুই সাআদাত!

অমিয় সুধা পানে বরণ করে নিব শাহাদাত।

তাগুতের আইনে এ শাতিমেরা নির্দোষ?

ঝারে শুধু তাওহিদে দুনিয়ার আক্রোশ

প্রতিবাদে কথা হলে মেরে দেয় ঠাস্ঠুস

তাই নয়া খেল খেলে জয় নেব, রেখো হুশ-

মোল্লা উমর মোরা, ওরা ন্যাটো কি-বা রুশ

উসামা লাদেন মোরা, ওরা ডব্লিউ বুশ..

রাসূল প্রেমেই জীবনবাজি,এ-যে পরম সাআদাত!

অমিয় সুধা পানে বরণ করে নিব শাহাদাত।

মিছিলের প্রতিবাদ জিহাদের রূপ নিক

ব্যানারের কথাগুলো অস্ত্রেই বদলাক

শাতিমের শাস্তিতে ঐক্যের ডাক দিক

মিনারের চূড়া হতে সবে পাক রণহাক

বিজয়ের সূর্যটা দিয়ে যাক হাসি ফিক

প্রেমিকের হৃদয়টা নবীপ্রেমে খেলে যাক..

নবীপ্রেমের নজরানায় আসবে নতুন সুপ্রভাত!

অমিয় সুধা পানে বরণ করে নিব শাহাদাত।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪৫৫০

একটি নাশিদ...মুনশিদ বা শিল্পী ভাইদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি!

mullah muhammad

Junior Member

১০-২২-২০১৯

কাফেলায় যোগদানের এখনই সময়

মোল্লা মোহাম্মদ ফারাজ

হতাশার কালো মেঘে জাগরণী ধ্বনি আজ
প্রাণে প্রাণে বাজে শুনো জিহাদের সুর
শুহাদার ঘ্রাণে মেতে আমরণী রণসাজ
ক্ষণে ক্ষণে হাসে দেখো বিজয়ের ভোর।
যদি চাও সম্মান রাখো কিছু অবদান
দুনিয়ার মোহজাল দাও ছাড়িয়া
করো ফের এই পণ লড়ে যাব আমরণ
ডাকে দেখো তানজিম হাত নাড়িয়া-
ইমারার আহ্বান হও তুমি আগুয়ান
কাফেলায় যোগদানের এখনই সময়
জয় কি-বা শাহাদাত মুমিনের সা'আদাত
অমিয় এ সুধা পানের এখন*ই সময়...
গজ*ওয়াতুল হিন্দ মানেই বিজয়
শুনো হে মুমিন এটা রাসূলের অভয়
গজওয়াতুল হিন্দ মানেই বিজয়

কাফের তাগুত ঘাতে হবে নাশ ও ক্ষয়...
ভীতুতার আবরণে ঢাকা পড়ে গেছো, তাই
লেজ কাটা শিয়ালেরা ভাবে পেশী জোর
সততার আচরণে বাঁকা চোখে মারে ঘাঁই
ভিক মাঙা পিশাচেরা বনে লহুখোর।
নাইজার, জর্ডান, কাশ্মীর,আরাকান
উইঘুর,বাহরাইন আর সিরিয়া
সোমালিয়া, লেবানন সদা সয় নিপীড়ন
দাজ্জাল-ই বাহিনীরা খায় চিড়িয়া-
ইমারার আহ্বান হও তুমি আগুয়ান
কাফেলায় যোগদানের এখনই সময়
জয় কি-বা শাহাদাত মুমিনের সা'আদাত
অমিয় এ সুধা পানের এখনই সময়...
বাংলার এ মাটিতে শাতিমের উৎপাত
প্রতিবাদী মুমিনেরা খেয়ে যায় মার
বীরদের এ ঘাঁটিতে হবে ফের উৎখাত
গদিলোভী হারামিরা মরিবে এবার।
যদি চাও খিলাফত ইসলামী ইমারত
রেষারেষি চিরতরে যাও ভুলিয়া
বদরের হিম্মত উহুদের জনমত
সাহাবার নেজা হাতে নাও তুলিয়া-
ইমারার আহ্বান হও তুমি আগুয়ান

কাফেলায় যোগদানের এখনই সময়

জয় কি-বা শাহাদাত মুমিনের সা'আদাত

অমিয় এ সুধা পানের এখনই সময়...

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪৫০০

দখলদারিত্ব ও মিশনারী অপতৎপরতা

tarek bin ziad

Senior Member

১১-১৮-২০১৯

পাশ্চাত্যের জাহেলি সভ্যতার ধ্বজাধারী কুফফার গোষ্ঠী মুসলমানদের অন্তর থেকে ইসলামি আকিদা বিশ্বাসসমূহকে নিশ্চিহ্ন করে ইসলামের বাস্তব রুপরেখার স্থলে তাদের জাহেলি রীতিনীতি প্রয়োগ করে মুসলিম উম্মাহর ওপর প্রভূত্ব বিস্তার করার জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

কারণ তারা জানে মুসলমানদের আকিদা বিশ্বাসই তাদের চালিকাশক্তি এবং শত্রুদের বিরুদ্ধেই দৃঢ় অবস্থানের মূলকারণ। এজন্য তারা দুটি পথ ও পন্থা অবলম্বন করেছে

১. রাজনৈতিক অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সরাসরি দখলদারিত্বের নীতিগহণ।

২. ভেতর থেকে ইসলামের অবকাঠামো ভেঙে দেয়ার উদ্দেশে বিভিন্ন চমকপ্রদ পদ্ধতি অবলম্বন করে মুসলমানদেরকে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য মিশনারী তৎপরতার নীতিগহণ। এ প্রত্যক্ষ যুদ্ধ ও ভয়ঙ্কর মিশনারী তৎপরতার সবই পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন নামে চলছে এবং চূড়ান্ত বিজয়ের লক্ষে মিশনারী হেডকোয়ার্টার কতিপয় কর্মসূচি গ্রহণ করে সে অনুযায়ী নীরবে কাজ করে যাচ্ছে। তন্মধ্যে এক হাজার খ্রিষ্টান মিশনারী মুসলিম বিশ্বের প্রত্যেকটি দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। বিশেষ করে সে সব অঞ্চলে যেখানে সিংহভাগ মানুষ মূর্খ অসুস্থ এবং দারিদ্রপীড়িত। সে সব এলাকায় তারা বহুমুখী সেবাপ্রদানের নামে সরলমনা মুসলমানদের খ্রিষ্টধর্মের দিকে আকৃষ্ট করে। যার ফলে দেখা যায় খ্রিষ্টান মিশনারীরা আফ্রিকা ইন্দোনেশিয়া ও ভারত উপমহাদেশের দিকে অধিক দৃষ্টিনিবদ্ধ করেছে। এসব অঞ্চলে তারা তাদের লক্ষ বাস্তবায়নে বিভিন্ন স্কুল কলেজ হাসপাতাল দূতাবাস আন্তর্জাতিক সংস্থা কল্যাণ ট্রেস্ট এবং নামে বেনামে আরো বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। পাশাপাশি রেডিও টেলিভিশন ও নাটক সিনেমার মাধ্যমে তারা তাদের প্রচারকার্য চালাচ্ছে এবং মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন

প্রতিষ্ঠানে তাদের সংস্থা ও সমিতিগুলো সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মুসলিম দেশগুলোতে প্রচুর পরিমাণ বিভিন্ন স্তরের স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে এবং তাদের মিশনারী ও মিশনের সাথে সম্পৃক্ত শিক্ষকদের নিয়োগ দেয়া হচ্ছে।

৩. তারা উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশগামী শিক্ষার্থীদেরকে পাশ্চাত্যর দেশগুলোতে পাঠাচ্ছে। যেন তারা পাশ্চাত্যর অপসংস্কৃতির লু হাওয়া সংগে করে স্বদেশে ফিরে এসে দেশকে পাশ্চাত্য-করণের চেষ্টায় বতী হয়। এক্ষেত্রে তারা একটি ভয়ঙ্কর নীতি গ্রহণ করেছে পাশ্চাত্যের দেশগুলো থেকে ডিগ্রিধারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে থেকে যদি কোন শিক্ষার্থী স্বদেশের প্রতি আন্তরিক হয় তাহলে তাকে গুপ্তহত্যা করে ফেলা হবে নচেৎ তার উপর বিভিন্ন জটিলতা ও বিধি নিষেধ আরোপ করা হবে যার কারণে সে দেশ ছাড়তে বাধ্য হয় যেমনটি আমরা জামাল আব্দুন নাসেরের শাসনামলে অনেক ইসলামী চিন্তাবিদ ও আলেম-ওলামাদের সাথে হতে দেখেছি।

৪. তারা মুসলিম দেশগুলোতে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন কলকারখানা কোম্পানি ও ফ্যাক্টরিগুলো অকেজো করে দেয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে যেন মুসলমানরা সর্বক্ষেত্রে তাদের মুখাপেক্ষী থাকে এবং সবকিছু তাদের থেকে আমদানি করতে হয় মুসলিম সন্তানদেরকে তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাদের তত্ত্বাবধানে ঘরে তুলে দিন ইসলামের বিরুদ্ধে কাজে লাগানোর জন্য তারা মুসলিম দেশগুলোতে যথোপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা বিলুপ্তের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

৫. মুসলিম যুবকদের মানসিক ও চারিত্রিক অবক্ষয়ের জন্য তারা কবি সাহিত্যিক লেখকদের মাধ্যমে নোংরা সাহিত্য নির্মাণ করাচ্ছে এবং টিভি সিনেমার মাধ্যমে অশ্লীলতাকে আনুষ্ঠানিকতা দিচ্ছে।

৬. নেশা মাদক পতিতালয় বেহায়াপনা উলঙ্গ নাচ গান এবং অবাধ মেলামেশার ব্যাপক প্রচলন এবং বিনোদনের নামে এসবের পেছনে প্রচুর অর্থ ব্যয় করছে।

৭. মুসলিম দেশসমূহের মূল্যবান সম্পদ গুলোর উপর অর্থনীতিক প্রভাব বিস্তার করে বিভিন্ন চুক্তির নামে এসব সম্পদ কুক্ষিগত করার পায়তারা চালাচ্ছে। যেন মুসলমানদের মাঝে দারিদ্রতা ও বেকারত্বের হার বৃদ্ধি পায় এবং শিল্প দক্ষতাও প্রকৌশলবিদ্যা থেকে মুসলমানদেরকে বঞ্চিত করা যায়।

৮. প্রাচীন ফেরাউনী সভ্যতায় ফিরিয়ে এনে ইসলামী সভ্যতাকে গুরুত্বহীন করে দেয়া হচ্ছে এবং মুসলমানদের অন্তর থেকে ইসলামের প্রতি আন্তরিক টান হাঁস করে দিচ্ছে।

৯. মানব রচিত আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইসলামী আইনকে অকার্যকর ও অপ্রয়োজনীয় আখ্যা দেয়া হচ্ছে ইসলামী আইন শাস্ত্রবিদদের কার্যত পঙ্গু করে দেয়া হচ্ছে এবং ইসলামী শরিয়া বাস্তবায়নের সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা ও আন্দোলনকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলা হচ্ছে।

১০. মুসলিম নারীদেরকে বেপর্দা ও চরিত্রহীন করার মাধ্যমে ইসলামের মূল অবকাঠামো ভেঙ্গে দেয়া হচ্ছে যেন ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তাদের পূর্বসূরীদের আদর্শ ও শৌর্যবীর্য উত্তম চরিত্র ও তাকওয়া প্রবৃত্তি গুণাবলীর উপর উঠতে না পারে

১১. কাফিরদের রচিত পাঠ্যক্রমে মুসলিম শিশুদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে

১২. পাশ্চাত্য পুঁজিবাদ ও আশ্চর্য সাম্যবাদের সর্বব্যাপী বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে এসব মতবাদের প্রতিকৃত নেতৃত্ব স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ কে মানসী হিসেবে সম্মান ও মর্যাদার স্থান দেয়া হয়েছে এসব মতবাদের আদলে জীবন-ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী ও সাফল্যময় জীবন-ব্যবস্থা হিসেবে গণমানুষের কাছে প্রচার করে তার দিকে তাদের আগ্রহী করে তোলার তৎপরতা চালানো হচ্ছে বৈশ্বিক উন্নয়নের অভিযাত্রী রূপে তাদেরকে উপস্থাপন করা হচ্ছে যারা এই ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাদের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ উন্নয়ন সর্বক্ষেত্রে তার দিকে ছুটে গেছে মানুষকে বুঝানো হচ্ছে যে জীবন-জীবিকা উন্নয়ন-অগ্রগতি সবকিছু ব্যবস্থাপনার উপর নির্ভরশীল একমাত্র আদর্শ হিসেবে মানুষ এসব মতবাদকে গ্রহণ করতে শুরু করেছে যেমনটি আমরা বিভিন্ন মুসলিম দেশগুলোতে দেখতে পাই।

১৩. ইসলামী ভূখণ্ডগুলোতে বিভিন্ন দল উপদলের মাধ্যমে বিভিন্ন মতবাদ ছড়িয়ে দিয়ে সে সব মতবাদকে নেতৃত্বস্থানীয় করার চেষ্টা করা হয়েছে যেমন সাম্রাজ্যবাদ সাম্যবাদ কাদিয়ানী বাহাঈ ও শিয়া ইত্যাদি মতবাদের বীজ ছড়িয়ে দিয়ে মানুষকে সে সব মতবাদের প্রতি উৎসাহিত করে সে সব মতবাদকে উস্কে দেয়া হয়েছে। যেন দেশের জনগণ রাজনৈতিক অঙ্গনে শত বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িকতায় রূপ নেয়। এর ফলে জনগণ পারস্পারিক কাঁদা ছোঁড়াছুঁড়ির লিপ্ত হয়ে সত্য ধর্ম থেকে

বিমুখ হয়ে যায় এবং পশ্চিমা জাহেলি সভ্যতার অন্ধঅনুকরণে মুখ থুবরে পড়ে থাকে.।

১৪. জীবন ও রাষ্ট্র থেকে দ্বীন ইসলামকে আলাদা করে মূলধারার শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে কোরআন-সুন্নাহ এবং ইসলামের ইতিহাসকে দূরে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। আর কোরআন হাদিস বরকত লাভের জন্য আধ্যাত্মিক বস্তুতে পরিণত হয়েছে। অপরদিকে আলেম ওলামাদেরকে ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গ নাম দিয়ে নেতৃত্ব ময়দানে তাদের গুরুত্বহীন করে তোলা হয়েছে পরিণতিতে আলেম সমাজ নেতৃত্বের ময়দান থেকে শত মাইল দূরে ছিটকে পড়েছে।

১৫. ইসলামের ইতিহাসকে মারাত্মকভাবে বিকৃত করে ইসলামি সভ্যতাকে বর্বর ও অসভ্যতা আখ্যা দেয়া হয়েছে পাশ্চাত্যের জাহেলি ব্যাখ্যা দিয়ে ইসলামের উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বপূর্ণ ঘটনাবলী মৃতপ্রায় করে ফেলা হয়েছে যাতে করে ইসলামের আগামী প্রজন্মের অতীত প্রজন্মের সাথে কোনো যোগসূত্র অবশিষ্ট না থাকে এবং মুসলমানরা তাদের স্বর্ণজ্জ্বল ইতিহাস নিয়ে গৌরবান্বিত হতে না পারে।

১৬. অধিকৃত অঞ্চলগুলোতে আরবি ভাষা তথা কোরআনের ভাষাকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার জন্য প্রত্যক্ষ যুদ্ধ ঘোষণা করেছে যেমন ক্রুসেডার ফান্সিস খ্রিস্টানরা আলজাজিরায় ফান্সিস ভাষা এবং ব্রিটিশরা হিন্দুস্তান ও পাকিস্থানে ইংরেজি ভাষা চাপিয়ে দিয়েছে।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪৭৩৫

(সেনা, নৌ, বিমান) সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণকে এবং সামরিক বাহিনী প্রধানকে

Abdul Muqaddim

Member

১২-২৯-২০১৯

ব্যক্তিগত পড়াশুনার অংশ হিসাবে বাংলাদেশে হিন্দুদের মুভমেন্ট নিয়ে কিছু ভিডিও দেখছিলাম, প্রাসঙ্গিক কিছু সাইটও। ভাবতে অবাক লাগে তলে তলে এতদূর ! অথচ ঘুমিয়েই আছে সব! রাষ্ট্রযন্ত্রের সকল অর্গান? বিশেষ করে (সেনা, নৌ, বিমান) সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণ !

৬ টির মত ভিডিও লিঙ্ক একত্র করা গেল। ৩ ও ৪ একই তবে একটার ১ম অংশ অপরটায় নেই। ভিডিও গুলো সিরিয়ালি দেখলে পাজল মিলে একটা চিত্র দাঁড় হয় ... সেই চিত্রটি ধ্যান দিয়ে বুঝা জরুরী। তাহলে হয়ত আগামী ১০, ২০ বা ৩০ বছরে অমিত - মোদীদের আল্টিমেট খেল টা বুঝতে পারা যেতে পারে... ওদের কৌশল টা কি - কি পদ্ধতিতে আগাচ্ছে তারা । কাশ্মীরের মত ডাইরেক্ট সেনা প্রেরণ করা নাকি দীর্ঘমেয়াদি কিছু দিয়ে সেনা প্রেরণের প্রেক্ষাপট তৈরি করে তারপর? অর্থাৎ এখানে গৃহযুদ্ধ লাগিয়ে দিয়ে সন্ত্রাস দমনের নামে এসে দাদাগীরি করা।

নিচের লিঙ্ক গুলো দেখে আপাতত মনে না হবার কোন কারণ নেই যে ওরা বাংলাদেশে একটা ' হিন্দু রাজনৈতিক দল' হিসাবে উত্থান ঘটতে চায় প্রথমতঃ। এখানে গোবিন্দ প্রামাণিক কে সেট করেছে। এখনকার মত আর কিছুদিন আওয়ামীলিগ ও হিন্দু মহাজোট এরকম হাত ধরাধরি করে হাঁটলে মাশাআল্লাহ বাংলাদেশের বিরোধী দল হিসাবে হিন্দু মহাজোট এর আবির্ভাব আর কয়েক কদম মাত্র! বাকি বিরোধী দল গুলোকে তো নিকেশ করাই গেছে। কেউ গৃহপালিত, কেউ বা আই সি ইউ তে... আর কেউ বা জেল জুলম ফাঁসি-কাষ্ঠের দুঃস্বপ্নে পলায়নপর! এখন কোন মতে দ্বিধা বিভক্ত গৃহপালিত বিরোধী দলটির চেয়ে সামান্য কিছু বেশি হলেই তারা মূল বিরোধী দল! সুবহানআল্লাহ! তার পরে একটা দেখানো নির্বাচনে

তারাই ক্ষমতায় এবং ফাইনালি এই বাংলাদেশ ভারতের আর একটি স্ব-স্বীকৃত অঙ্গরাজ্য ! (হতেই পারে! বেশি অবাক হচ্ছি না আসলে)!

যা হোক আপাততঃ পড়াশুনার অংশ হিসাবে জড়ো করা ভিডিও গুলো দেখা যায় ... দেখা হলে পরে এ্যানালিসিস টা মিলিয়ে নেওয়া যায় ইনশাআল্লাহ... । গঠনমূলক মন্তব্যও আসতে পারে নিচে...

১ম ভিডিওঃ হিন্দুদের গল্প টা কি? হিন্দুদের চিন্তাকাঠামো ... ৭০ শতাংশ সিট সংসদে চায় তারা অদূর ভবিষ্যতে ...

https://www.youtube.com/watch?v=২৫ZCvxl০৬rA

bijoy krisna vattacharja - hindu mohajot ২০১৭ veidic shangh & math

May ২১, ২০১৭

২। হিন্দু আন্দোলন শুরু হয়েছে, চলছে এবং চলবে... হিন্দুরা কেন কিছু বলতে পারবে না | যোগী অরূণজ্যোতি জী | হিন্দু মহাজোট | Yogi Arunjoti ji

Aug ৬, ২০১৮

https://www.youtube.com/watch?v=NzA১৩KMrIrY

৩। আর এই হিন্দুদেরকে ডাইরেক্টলি দিল্লি থেকে সাপোর্ট! সার্বক্ষনিক চোখ রাখা ! বাংলাদেশে ইন্ডিয়ান হাইকমিশন উপজেলা এমনকি থানা পর্যায়ে যেন মনিটর করে তার গরম গরম হুকুম...

BJP leader Arun Haldar said that the lives of Hindus in Bangladesh

Dec ২০, ২০১৭

https://www.youtube.com/watch?v=_hXt৮zGz৬dM

[খেয়াল করুন অরুণ বলছে - 'অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে এই সরকার নাকি এসেছে, তাদের জন্য কাজ করতে...!!!]

৪। Bangladesh National Hindu Grand Alliance chip Gust ARUN HALDER
Aug ২৩, ২০১৬

https://www.youtube.com/watch?v=LJQGzXGDs_w&t=৩৫৯s

৫। রিপন দে কি পারবেন বাংলার সমস্থ হিন্দুদের রক্ষা করতে ?

Ripon de Hindu Mohajot by Pranto Video ২০১৯ Aug ৪, ২০১৮

https://www.youtube.com/watch?v=৬gQqMNdNaxI
হিন্দু মহাজোট একটি আন্দোলন – ২:১০ থেকে ২:২০

হিন্দু মহাজোট এর সাংগঠনিক কাঠামো সরল ভাবে - সাধারণ সদস্য / ছাত্র মহাজোট > যুব মহাজোট > জাতীয় মহাজোট । রিপণ বলছে সে এখন জাতীয় মহাজোটে। মহাজোটের সাইট ও আছে দেখা গেল।

http://new.hindumohajote.org/
http://www.hindumohajote.org/home.php

উপরের ভিডিও গুলো দেখা হলে এবার - সাম্প্রতিক অবস্থার সাথে গল্পটাকে মিলিয়ে নিতে হবে। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল এবং এন আর সি এর মাধ্যমে বাংলাদেশ, পাকিস্থান আফগানিস্তানকে এই নীল নকশার মধ্যে নিয়ে আসা এবং দিন শেষে কেবল বাংলাদেশই মূল টার্গেট হিসাবে থেকে যাবে। বাংলাদেশের দুই পার্শ্বের (পূর্বে আসাম, পশ্চিমে পশ্চিম বাংলা) ঝামেলা দিয়েই মূলতঃ শুরু এই এন আর সি

https://www.youtube.com/watch?v=naQD...FACwL২১wJNo৫gC
সবচেয়ে বেশি মুসলমানদের যাওয়া আসা বা ফিরত নেওয়া না নেওয়া নিয়ে বিবাদ হবার সম্ভাবনা বাংলাদেশের সাথেই বেশি। বাকি দুই দেশের সাথে তেমন নয়- তাদের সাথে ইতিমধ্যেই আছে অন্য কিছু নিয়ে।

এদিকে বলাই বাহুল্য বাংলাদেশের হিন্দুদের মনে হয়ত লাড্ডু ফুটছে -ভারতে গেলেও ভাল নাগরিকত্ব মিলছে, আর না গিয়ে এই দেশই যদি ভারত নিয়ে নেয় তাতেও হিন্দু হবার সুবাদে একেবারে পোয়াবারো হবে অবস্থা। এর বাইরে এই

দেশেও যদি অধিকার আদায়ের নামে রাজনীতির লতা বেয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ভাগীদার বনা যায় তাহলে তো কথাই নেই। কোন দিকেই হারানোর কিছু নেই - লাভ ই লাভ। ন্যারেটিভ অনুযায়ী ভারত মাতা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে সেই ৭১ থেকেই তো জ্বলছে তারা ...! ইদানীং কোন হিন্দু কেউ সামনে পড়লেই কেন যেন সন্দেহ হয়, ও কি মহাজোটের সদস্য? ৭১ এর গণ্ডগোলে মনে মনে রাগ বয়ে বেড়াচ্ছে? ও ও কি ইসকনের চিঠি পেয়েছে, কিন্তু এখন চুপচাপ বাবুটি হয়ে ঘুরছে? অথচ মনে মনে চায় অখণ্ড ভারত মাতা ... অখণ্ড হিন্দু দেশ ...হিন্দু আধিপত্যের দেশ ...?

ওদের ন্যারেটিভ এ আর একটি জিনিস লক্ষণীয় যে, ওরাও 'জীবণ' দিতে চায়। তাদের কে এই ন্যারেটিভ এ একটা 'Righteousness of cause' বা 'কেন যুদ্ধ করব বা করলে কি পাব তা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে' । এই যুদ্ধ করে জীবন দেওয়ার মাঝে পরজন্মে উন্নত জীবনের স্বপ্ন দেখানো হয়েছে ওদের। ওরা নিজেদেরকে অর্জুন ভাবছে। অর্থাৎ যুদ্ধ হবে বা যুদ্ধ করেই বেঁচে থাকতে হবে এই মডেল সামনে নিয়েই এগুচ্ছে । অতএব এই উপমহাদেশে আসলে সত্য ও শিরক এর যুদ্ধে ঘোড়ার খুর ডুবানো রক্তগঙ্গা তো অবশ্যম্ভাবী, 'গাযোয়াতুল হিন্দ' তো সময়ের ব্যাপার মাত্র।
আমরাও আহবান জানাই, যদি সত্যই অমন কিছু থেকে থাকে তাহলে এসো বাছা মরেই দেখ তবে।

৬। উপরের ভিডিও গুলোকে যদি এ্যনালাইসিস করা হয় - তাহলে সম্ভবতঃ নিচের ভিডিওটিতে বলা কথা দিয়ে সারাংশ করা যায় - আমরা হিন্দুত্ববাদীদের সশস্ত্র আক্রমণের মুখ পড়বো !!

https://www.youtube.com/watch?v=tBXk৮km৭sjg
[ভিডিওর ব্যক্তি সম্পর্কে আমার ধারনা এখনো স্পষ্ট নয় তবে, সে বলছে সে তাওবা করেছে এবং ইসলামে ফিরে এসেছে। যা হোক সেটা মূখ্য ধরছি না এখানে বরং একটা এ্যানালিসিস দাঁড় করিয়েছে সে, আমরা আপাতত সেটা শুনতে পারি। আর এই লিঙ্কে https://www.youtube.com/watch?v=৯bC২EdJyOF৮ সে হিন্দু মহাজোটের মহাসচিব গোবিন্দচন্দ্র প্রামাণিকের সাথে সরাসরি লাইভ চ্যাট করেছে

যেখানে দেশের স্বাধীনতার বা অখণ্ড ভারতের প্রশ্নোত্তর টা খেয়াল করে যাওয়ার মত ...]

এই ছিল মোটামুটি, এছাড়া ইসকন নিয়ে সাংবাদিক ইলিয়াস হোসেন এর একটা ভিডিও - সম্ভবতঃ ডিলিট করা হয়েছে। শ্যামলী পরিবহনের মালিকের একটা ভিডিও ভাইরাল হয়েছিল সেটাও এই লিস্টে আসতে পারত (ইতিমধ্যে সবাই দেখে থাকবেন হয়ত ...)

পরিশেষে, আসলে আজ আর এই আবাল সরকার কে নয় বরং বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী যাদের হাতে এখন রয়েছে প্রকৃত ক্ষমতা তথা অস্ত্র , প্রশিক্ষিত জনবল এবং কিছুটা হলেও জন সমর্থন - তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনারা ঢাকার বুকে রূপগঞ্জে যে আর্মি হাউজিং স্কিম https://www.jolshiriabashon.com/ এ এক এক জন ৫ কাঠা করে জমি এবং তাতে সুরম্য বহুতল অট্টালিকার স্বপ্নে বিভোর, ভাবছেন চাকরি শেষে ভাড়া দিবেন আর আরাম করে খাবেন - সেট লাইফ (!) - হা হা তাদেরকে বলছি - Dear Brothers, please do some study and open up your antenna a little. Don't be a myopic. আরে আফসোস আর ধিক্কার তো সেই জীবনের প্রতি যখন তুই হিন্দের মালউনদেরকে স্যার স্যার করবি আর বউ বাচ্চার দোহাই দিয়ে বলবি চাকরিটা তোর দরকার তাই প্রতিবাদ করতে পারছিস না। ব্যাটা আহাম্মকের দল ! ঘুরে দাঁড়া এখনি। তুই হয়ত নিজের জীবন কাটিয়েই ফেলেছিস ৩০ বা ৪০ বা ৫০ বছর। এর পরের প্রজন্ম কি মনে করছিস তোর বানানো সেই অট্টালিকায় থাকতে পারবে? তোদের গাল ভরা স্ট্রাটেজি কি বলে ? স্টাফ কলেজে তোরা পড়িস টা কি আর বাহিনীগুলোর গবেষণা এবং ইন্টেলিজেন্স (গোয়েন্দা তথ্যই) বা কি বলে? আজ সময় এসেছে হিন্দু আগ্রাসনের কারণে এই দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব যা নাকি তুই রক্ষা করিস সেটা ধরে রাখতে রাষ্ট্র কি পদক্ষেপ নিয়েছে তা মানুষকে জানানোর। সচেতন ব্যাক্তিমাত্রই আজ উদ্বিগ্ন।

বাহিনীর ভাইরা অনেক সময় ২ টা টানাপড়েনে ভোগে। এক- কিভাবে কি করব বুঝে উঠতে পারেনা, দুই- আনুগত্য করলেই দায় সেরে যায় ভাবে। অর্থাৎ তার কোন পাপ হবে না, হলে সে যার অধীনে আছেন তার হবে...।

প্রথমটার জন্য, আরে ভাই দরবারে দাড়িয়ে যা, কমান্ডিং অফিসার বা ব্রিগেড কমান্ডার বা ডিভিশন কমান্ডার দের কে প্রশ্ন কর। জানতে চা যে কি ব্যাবস্থা নেওয়া হচ্ছে এই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে। বলঃ We are concerned. (আমরা চিন্তিত এবং আমাদের চিন্তিত হবার অধিকার রয়েছে)। সমস্ত ডিভিশন থেকে পয়েন্ট যাওয়া চাই চিফের কাছে। বলা চাই - আমরা কেবল রেশন খাওয়া গৃহপালিত খাসি নই। আমরা জানতে ও বুঝতে চাই আমাদের স্ট্রাটেজি কি এর বিরুদ্ধে। আমরা যথাযথ ভাবে প্রস্তুত কিনা।

দ্বিয়ীতঃ কেবল আনুগত্য করছি (!), যেমন আদেশ আসবে তেমন করব, প্রয়োজনে জান দিয়ে দিতে কুণ্ঠা করব না- এসব আত্মপ্রোবধ মাত্র ভাই। শুধু কমান্ডিং অফিসারের বা সরকারের আনুগত্য করলেই দায় শেষ হয়ে যাবে না এখন আর, কারণ সিচুয়েশন সবার সামনে খোলা... হক্ব বা ন্যায় অন্যায় চোখের সামনে খোলা। সামরিক বাহিনীর প্রধানের সামনেও খোলা। সকল জ্ঞানবান সদস্যের সামনে ইন্ডিয়ার কার্যকলাপ খোলা। অন্যান্য দেশের মুসলিমদের জন্য দরদের জায়াগাটা নাহয় বাদই দিলাম। এখন তো আগুণ প্রতিবেশী দেশেই লেগে গেছে যার গতিপথ তোমারই দিকে! এখন আর কত নিশ্চুপ বসে বসে ফায়ারের আদেশের অপেক্ষা ভাই? ইন্ডিয়ার পার্লামেন্টে বাংলাদেশ কে উল্লেখ করে করে , একটি স্বাধীন চলমান রাষ্ট্রের নাম উচ্চারণ করে করে ছোট করে কথা বলা হল, মিথ্যাচার করা হল এতে কি দেশের স্বার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হয়নি (যা তুমি বাঁচাও?) ... লজ্জা লজ্জা (shame shame !)

Army chief should now take lead to save guard this land and people from upcoming aggression. (সামরিক প্রধানের এখন উচিত এগিয়ে এসে এই ভূখণ্ডের মানুষ ও জনগণকে আগতঃ হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসন থেকে বাঁচানো) । উনি যদি তা করেন মহান আল্লাহ তা' আলা তাকে সাহায্য করবেন। এটা এখন সময়ের দাবি। তা নাহলে তার সৈনিক জীবনটাই বৃথা। যুদ্ধের একটা ডাক ছিল, সেই যুদ্ধের একটা Righteousness of Cause ছিল কিন্তু ভিতু আর কাপুরুষতার জন্য তাকে পাশ কাটিয়ে ফালতু আনুগত্যের দোহাই দিলে বড় আফসোস থেকে যাবে হয়ত। আল্লাহু আলম।

এই লিঙ্কে আমাদের সামরিক বাহিনীর প্রধানকে

https://www.youtube.com/watch?v=qR৫fvbe৮_৪Q দেখা যাচ্ছে মিয়ানমার সেনাপ্রধানের সাথে গত ১২ ডিসেম্বর দেখা সাক্ষাত করে এসেছেন। ঠিক ঐ সময়ে আন্তর্জাতিক আদালতে রোহিঙ্গাদের উপর গনহত্যার দায়ে 'গণতন্ত্রের' মানস কন্যা (!) সূচি'র ট্রায়াল হচ্ছিল।

ভালো, আমরা বুঝেছি ওদিকে সূচিও মুসলিমরা টার্গেট নয় বলে পাশ কাটিয়ে গেছে আর এখানে সেনা প্রধান ও ফ্রেন্ডলি ভিজিট করে বুঝিয়ে দিল দুই দেশের মধ্যে কোন সামরিক উত্তপ্ততা নেই। ভাল ভাল, কিন্তু এরকম নপুংসক বেড়াল সদৃশ চাকরি (চাকরগিরি) আর কতদিন রে ভাই !

অবশ্য এটাই সম্ভবতঃ আল্টিমেট প্লান কিনা কে জানে। অর্থাৎ যদি আমাদের আর্মি দাড়িয়েও যায় তাহলেও ভারতীয় আর্মির এদেশে দাদাগীরি ফলানোর একটা ভালো বাহানা দাঁড় হবে বটে। প্রতিরক্ষা চুক্তি তো করাই আছে। এদিকে বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী তো জেনে বুঝেই রেশন খায় যে ভারতের সাথে তারা বড় জোর ১ মাসও টিকতে পারবে না। আরে অপদার্থ তুই তাহলে এখনি ১৭/১৮ কোটি জনগণকে গেরিলা ওয়ারফেয়ারের জন্য প্রস্তুত করছিস না কেন?? সামরিক - বেসামরিক যৌথ মহড়া / এক্সারসাইজ করিস না কেন তাদেরকে নিয়ে ? কেন সামরিক ট্রেনিং কে বাধ্যতামূলক করিস না ২০ বছর বয়সি সকলের জন্য এই বলে যে তোর দেশের সিকিউরিটি আশঙ্কা রয়েছে? কাশ্মীর এর মত হবার জন্যই কি বসে আছিস ছাগল কোথাকার?

"যতদিন পৃথিবীতে ফিতনা আছে, ততদিন জিহাদ প্রাসংগিক। আর যুগে যুগে কিছু মানুষের ফিতরাতই হচ্ছে ফিতনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো, তাঁদের কোন যুক্তির প্রয়োজন পড়ে না"

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৫১৩০

*****